بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ মার্চ, ২০১৯ মোতাবেক ০১ আমান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের ঘটনাবলী অথবা তাদের জীবন চরিত বর্ণনার ধারা চলছে। আজও এরই ধারাবাহিকতায় কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব। (প্রথমজন হলেন), হযরত খওলী বিন আবী খওলী (রা.)। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। আবু মা'শার এবং মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত খওলী (রা.) তার পুত্রকে সাথে নিয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু তিনি পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, (এরা সবাই ইতিহাসবিদ) হযরত খওলী (রা.) তার সহোদর মালেক বিন আবী খওলী (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। একটি ভাষ্য মতে, বদরের যুদ্ধে হযরত খওলী (রা.) এবং তার অপর দু'ভাই হযরত হেলাল বিন আবী খওলী (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী খওলী (রা.)ও অংশ নিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত খওলী (রা.) ইন্তেকাল করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯, খওলী বিন আবি খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত রা'ফে বিন আল্ মু'য়াল্লা (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু হাবীব শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল, ইদাম বিনতে অওফ। মহানবী (সা.) হযরত রা'ফে (রা.) এবং হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা (রা.)-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি বর্ণনা এমনও আছে, হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা (রা.) বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি। মূসা বিন উকবার বর্ণনা হল, হযরত রা'ফে (রা.) এবং তার ভাই হেলাল বিন মু'য়াল্লা (রা.) উভয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। ইকরামা বিন আবু জাহল হযরত রা'ফে (রা.)-কে বদরের যুদ্ধে শহীদ করেছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০, রা'ফে বিন আল্ মু'য়াল্লা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫, রা'ফে বিন আল্ মু'য়াল্লা (রা.), বৈরুতের দারুল জী'ল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত যুশ্ শিমালায়ন উমায়ের বিন আবদে আমর (রা.)। তার আসল নাম ছিল উমায়ের (রা.) আর ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। যেমনটি বলা হয়েছে, হযরত উমায়েরের ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, তাকে **যুশ্ শিমালায়ন** বলে ডাকা হতো, এটি তার নাম ছিল না, বরং তিনি এটি একটি উপাধি লাভ করেছিলেন, কেননা তিনি বাম হাত দিয়ে বেশিরভাগ কাজ করতেন। অপর এক বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি তার উভয় হাত দিয়ে কাজ করতেন আর একইভাবে দু'হাত ব্যবহার করতেন, তাই তাকে **যুল্ ইয়াদায়ন**ও বলা হতো। তিনি (রা.) বনু খুযা'আহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বনু যুহরাহ্'র মিত্র ছিলেন। হযরত উমায়ের (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসার পর হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) ইয়াযীদ বিন হারেস (রা.)'র সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং উসামাহ্ জুশামী তাকে শহীদ করেছিল। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল। তাবাকাতুল কুবরাতে তার হন্তারকের নাম **আবু উসামাহ্ জুশামী** বলে উল্লেখ রয়েছে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৫, যুল ইয়াদায়ন ওয়া ইউকালুশ্ শিমালাইন, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২৭, বাবু মান হাযরা বাদরাম্ মিন বানী যুহরা হুলাফাইহিম, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭, যুশ্ শিমালাইন, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকশিত)**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত রা'ফে বিন ইয়াযীদ (রা.)। এক বর্ণনায় তার নাম রা'ফে বিন যায়েদ (রা.)ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত রা'ফে বিন ইয়াযীদ (রা.) আনসারদের অওস গোত্রের বনু যা'উরা বিন আবদিল আশহাল শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত রা'ফে (রা.)'র মা আকরাব বিনতে মু'আয প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)'র বোন ছিলেন। হযরত রা'ফে (রা.)'র দু'জন পুত্র ছিল উসায়েদ এবং আব্দুর রহমান। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল আকরাব বিনতে সালামাহ্। হযরত রা'ফে (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এক বর্ণনা অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধের দিন সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)'র উটের ওপর আরোহিত ছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭, রাফে' বিন ইয়াযীদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫, রাফে' বিন যায়েদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হল, হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.)। তার ডাক নাম ছিল আবুস্ সাবু'। হযরত যাকওয়ান (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরাইক শাখার সদস্য ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল, আবুস্ সাবু'। তিনি (রা.) আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন। তার একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা হল, তিনি মদীনা থেকে হিজরত করে মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় যান। সে সময় পর্যন্ত মহানবী (সা.) মক্কাতেই ছিলেন। তাকে (রা.) আনসারী মুহাজির বলা হত। মক্কায় গিয়ে তিনি (রা.) কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন, অথবা বলা যেতে পারে, তিনি হিজরত করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে চলে আসেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। তাকে আবু হাকাম বিন আখনাস শহীদ করেছিল। হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.)-কে আনসারী মুহাজির বলা হয়। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০, যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.), বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

আল্লামা ইবনে সা'দ তাবাকাতুল কুবরা'তে লিখেন, মদীনায় হিজরতের সময় যখন মুসলমানরা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন কুরাইশরা প্রচণ্ড রাগান্বিত ছিল আর যেসব যুবক হিজরত করে চলে গিয়েছিল তাদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়। আনসারদের একটি দল আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিল, এরপর মদীনায় ফিরে গিয়েছিল। প্রাথমিক মুহাজিররা যখন 'কুবা' পৌঁছেন তখন এই আনসাররা মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কা'য় যায় এবং তাঁর (সা.) সাহাবীদের সাথে হিজরত করে মদীনায় আসে। এ কারণেই তাদেরকে আনসার মুহাজিরীন বলা হয়। এসব সাহাবীর মধ্যে হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.), হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.), হযরত আব্বাস বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ছাড়া এরপর সব মুসলমান

মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। অথবা যারা বিভিন্ন সমস্যা কবলিত ছিল, অর্থাৎ বন্দি, অসুস্থ, কিংবা যারা বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল ছিল। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫, যিকরু ইযনে রসূলিল্লাহি (সা.) লিলমুসলিমীনা ফিল হিজরাতী ইলাল মদীনাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

সুহায়েল বিন আবী সালেহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন উহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি একটি জায়গার প্রতি ইঙ্গিত করে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ঐদিকে কে যাবে? যুরায়েক গোত্রের একজন সাহাবী হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.) (ওরফে) আবুস্ সাবু' দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি যাবো। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? হযরত যাকওয়ান (রা.) বলেন, আমি যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস। মহানবী (সা.) তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইশারা করেন। তিনি (সা.) একথা তিনবার পুনরাবৃত্ত করেন এরপর তিনি (সা.) বলেন, অমুক অমুক স্থানে চলে যাও, তখন হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! নিশ্চয় আমি-ই সেসব স্থানে যাবো। মহানবী (সা.) বলেন, কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়- যে আগামীকাল জান্নাতের শ্যামল ভূমিতে বিচরণ করবে তাহলে সে এই ব্যক্তিকে দেখে নিক। এরপর হযরত যাকওয়ান (রা.) তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে যান। তার সহধর্মিণীগণ ও কন্যারা তাকে বলতে থাকেন, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? তিনি তাদের কাছ থেকে নিজের কাপড়ের প্রান্ত ছাড়িয়ে নেন এবং কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এখন কিয়ামত দিবসেই (আমাদের) আবার সাক্ষাৎ হবে। এরপর উহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। **{মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ লি আবি নু'আয়েম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস বিন খালেদ (রা.), হাদীস নংঃ ২৬২১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কি-না? (তখন) হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি একজন অশ্বারোহীকে দেখেছি যে যাকওয়ান (রা.)'র পশ্চাদ্ধাবন করছিল, এমনকি সে তার নিকটে পৌঁছে যায় আর সে একথা বলছিল যে, আজ তুমি যদি প্রাণে বেঁচে যাও তাহলে আমি বাঁচতে পারবো না, সে পদাতিক অবস্থায় থাকা হযরত যাকওয়ান (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে দেয়। তিনি {অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)} নিবেদন করেন, সে (অর্থাৎ আততায়ী) একথা বলে তার ওপর আক্রমণ করছিল যে, আমি **ইবনে এলাজ**। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেই আততায়ীর ওপর আক্রমণ করি এবং তার পায়ে আমার তরবারি দ্বারা আঘাত করে উরুর অর্ধেকাংশ কেটে ফেলি, এরপর ঘোড়া থেকে নামিয়ে এনে তাকে হত্যা করি। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি দেখেছিলাম, সেই (আততায়ী) ছিল আবুল হাকাম বিন আখনাস। **(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫, বাব গাযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত)**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত খাওয়্যাত বিন জুবায়ের আনসারী (রা.)। তার ডাক নাম আবু আব্দুল্লাহ্ এবং আবু সালেহ্ও ছিল। হযরত খাওয়্যাত সা'লাবাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত খাওয়্যাত বিন জুবায়ের (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র সহোদর ছিলেন, যাকে মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের সময় গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে পঞ্চাশজন তিরন্দাজের সাথে নিযুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ তার ভাইকে (নিযুক্ত করেন)। হযরত খাওয়্যাত (রা.) মাঝারি গড়নের বা মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুসারে মৃত্যুকালে

তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি মেহেদী এবং ভিসমা (অর্থাৎ নীল পাতার তৈরি) কলপ ব্যবহার করতেন। হযরত খাওয়্যাত (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একটি পাথরের ধারালো অগ্রভাগের আঘাতে তিনি আহত হন। তাই মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বদরের গণিমতের মালে বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে এবং পুরস্কারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন তিনি সেসব লোকের মতোই ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি (রা.) উহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

হযরত খাওয়্যাত (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে মাররায্ যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করি। তিনি বলেন, আমি আমার তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখি কয়েকজন মহিলা সেখানে বসে কথা বলছে, এটি দেখে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমি ফিরে যাই এবং একটি জুব্বা বা আলখেল্লা পরিধান করে তাদের সাথে বসে পড়ি। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে মহিলাদের আলাপচারিতা শোনার জন্য সেখানে বসে পড়েন। ইত্যবসরে মহানবী (সা.) নিজের তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমি মহানবী (সা.)-কে দেখে ভয় পাই এবং তাঁকে বলি, আমার উট পালিয়ে গেছে, আমি সেটি খুঁজছি। (অর্থাৎ সে ত্বড়িৎ দাঁড়িয়ে হুযূর (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে)। মহানবী (সা.) হাঁটতে আরম্ভ করেন, তিনি কিছুটা এগিয়ে গেলে আমিও তাঁর পিছু অনুসরণ করি, তিনি তাঁর গায়ের চাদর আমাকে ধরিয়ে দেন আর ঝোপের মধ্যে চলে যান। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর তিনি ওযু করেন এবং ফিরে আসেন। তাঁর (সা.) দাঁড়ি থেকে পানির ফোটা তাঁর বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। এরপর তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) রসিকতাচ্ছলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! (তোমার) সেই উট কী করেছিল? উটতো আসলে হারায় নি। {মহানবী (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন, সে এমনিতেই আলাপচারিতা শোনার জন্য সেখানে বসেছিল, এবং এটি ভালো অভ্যাস নয়}। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমরা আবার হাঁটতে আরম্ভ করি। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাথে যখনই আমার সাক্ষাৎ হতো, তিনি সালাম দিতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! তোমার সেই উট কী করেছিল? এভাবে মহানবী (সা.) যখন বার বার আমাকে এই সূত্র ধরে রসিকতা করতে থাকেন, তখন আমি মদীনায় লুকিয়ে থাকতে আরম্ভ করি। মসজিদ ও মহানবী (সা.)-এর বৈঠকাদি থেকে দূরে থাকতে আরম্ভ করি। এ ঘটনার পর কিছুদিন পার হয়ে গেলে একদিন আমি যখন মসজিদে যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হই, তখন মহানবী (সা.)-ও তাঁর হুজরা থেকে বাইরে আসেন এবং তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন। আমি নামায দীর্ঘ করতে থাকি এই আশায় যে, তিনি (সা.) চলে যাবেন এবং আমি ছাড়া পাবো। মহানবী (সা.) বলেন, **আবু আব্দুল্লাহ্! যতক্ষণ ইচ্ছা নামায দীর্ঘ কর, আমি এখানেই আছি**। আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার সম্পর্কে তাঁর হৃদয়কে পরিষ্কার করে দেবো। আমার সালাম ফেরানোর পর মহানবী (সা.) বলেন, "আবু আব্দুল্লাহ্! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সেই উটটি পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আসলে কী? আমি নিবেদন করি, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেই উট পালায় নি। তিনি (সা.) তিনবার বলেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়ার্দ্র হোন। এরপর এ সম্পর্কে তিনি (সা.) আমাকে আর কখনো কিছু বলেন নি। **{আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬২-৩৬৪, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, খাওয়্যাত বিন জুবায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০, খাওয়্যাত বিন জুবায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্**

ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) মোটকথা, এ ঘটনা থেকে এটি বুঝা যায়, আমার কাছে লুকিও না, আসল ঘটনা কি তা আমি জানি। দ্বিতীয়ত এভাবে অকারণে অন্যদের বৈঠকে বসে তাদের আলাপচারিতা শোনা অন্যায়।

হযরত খাওয়্যাত (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি যখন আরোগ্য লাভ করি, তখন তিনি (সা.) বলেন, হে খাওয়্যাত! তুমি আরোগ্য লাভ করেছ; অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন ওয়াদা করি নি! তিনি (সা.) বলেন, এমন কোন রোগী নেই যে অসুস্থ হয় আর কোন মানত বা সংকল্প না করে । সে অবশ্যই বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি এটা করবো বা সেটা করবো। তাই আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তুমি যা-ই বলেছ, তা পূর্ণ কর। **{মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্, বাব যিকরে মানাকেব, খাওয়্যাত বিন জুবায়ের আল্ আনসারী (রা.), হাদীস নংঃ ৫৭৫০, ২০০২ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত}** অতএব, এটি এমন বিষয়, যা আমাদের সবার অভিনিবেশ ও মনোযোগের দাবি রাখে।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে বনু কুরায়যাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কর্তৃক লিখিত ঘটনার বিবরণ হল,

"বনু কুরায়যাহ্‌র এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মহানবী (সা.) জ্ঞাত হওয়ার পর সংবাদ সংগ্রহের জন্য বা অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তিনি যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে গোপনে ২/৩ বার প্রেরণ করেন। এরপর রীতি অনুসারে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) সহ অন্য প্রভাবশালী সাহাবীদের একটি প্রতিনিধি দল আকারে বনু কুরায়যাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আর তাদেরকে জোরালোভাবে এই নির্দেশ দেন যে, যদি কোন আশঙ্কাজনক সংবাদ থাকে, তাহলে ফিরে এসে প্রকাশ্যে তা বলে বেড়াবে না বরং ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ করবে, যাতে মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার না ঘটে বা ভীতি ছড়িয়ে না পড়ে। তারা যখন বনু কুরায়যাহ্‌র বসতিস্থলে পৌঁছেন" (অর্থাৎ যেখানে তারা বসবাস করতো বা তাদের বাড়ি-ঘর ছিল,) "তখন তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদের কাছে যান। তখন সেই দুর্ভাগা তাদের সাথে চরম দাম্ভিকতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং উভয় সা'দ", (অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র পক্ষ থেকে সন্ধি বা চুক্তির কথা স্মরণ করানো হলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে), "যাও! মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি বা সন্ধি হয় নি।" এই বাক্য শোনার পর সাহাবীদের এই প্রতিনিধি দলটি সেখান থেকে উঠে চলে আসে এবং সা'দ বিন মু'আয (রা.) ও হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যথোচিত উপায়ে হুযূর (সা.)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫৮৪-৫৮৫}**

এটিও বর্ণিত আছে, সাহাবীদের এই দলে হযরত খাওয়্যাত বিন জুবায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৫৬, বাব গাযওয়াতুল খন্দক ফি সানাহ্ খামস, দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)**

এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত খাওয়্যাত (রা.)-কে তাঁর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে বনু কুরায়যাহ্ অভিমুখে প্রেরণ করেন আর সেই ঘোড়াটির নাম ছিল জানাহ্।

{মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্, বাব যিকরে মানাকেব খাওয়াত বিন জুবায়ের আল্ আনসারী (রা.), হাদীস নংঃ ৫৭৪৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

হযরত খাওয়্যাত (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমরা হযরত উমর (রা.)'র সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, সেই কাফেলায় আমাদের সাথে হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জারাহ্ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)ও ছিলেন। লোকেরা বলল, আমাদেরকে যিরার-এর (অর্থাৎ যিরার বিন খাত্তাব, যিনি কুরাইশদের একজন কবি ছিলেন আর মক্কা বিজয়ের সময় ঈমান এনেছিলেন,) তার কবিতার পঙ্‌ক্তি শোনাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ খাওয়্যাতকে স্বরচিত (কবিতার) পঙ্‌ক্তি শোনাতে দাও। এরপর আমি কবিতার পঙ্‌ক্তি শোনাতে থাকি এমনকি প্রভাত হয়ে যায়। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, ক্ষান্ত দাও, এখন ফজর বা প্রভাতের সময় (হয়ে গেছে)।

{আল্ ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২, খাওয়্যাত বিন জুবায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০, যিরার বিন আল্ খাত্তাব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত রাবী'আহ্ বিন আকসাম (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু ইয়াযীদ। হযরত রাবী'আহ্ (রা.) খর্বাকৃতি ও স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি (রা.) আসাদ বিন খুযায়মাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত রাবী'আহ্ (রা.) মুহাজির সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদীনায় হিজরতে পর তিনি অপর কয়েকজন সাহাবীর সাথে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। বদরের যুদ্ধে যোগদানের সময় তার (রা.) বয়স ছিল ৩০ বছর। বদরের যুদ্ধ ছাড়াও তিনি উহুদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন আর খায়বারের যুদ্ধেই শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। হারেস নামের এক ইহুদী 'নাত্বা' নামক স্থানে তাকে শহীদ করে। খায়বারে অবস্থিত একটি দুর্গের নাম হচ্ছে 'নাত্বা'। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩৭ বছর।

{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, রাবী'আ বিন আকসাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, ৬৬, আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.), রাবী'আ বিন আকসাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত রিফা'আহ্ বিন আমর আল্‌জুহানী (রা.)। তার নাম ওয়াদিয়াহ্ বিন আমরও বলা হয়ে থাকে। হযরত রিফা'আহ্ (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের মিত্র ছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, রিফা'আহ্ বিন আমর আল্‌জুহানী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হল, হযরত যায়েদ বিন ওয়দী'আহ্ (রা.)। হযরত যায়েদ (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার প্রথম বয়আত, বদর এবং উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। আর ওহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, যায়েদ বিন ওয়াদী'আহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত যায়েদ (রা.)'র মাতা ছিলেন উম্মে যায়েদ বিনতে হারেস। তার স্ত্রীর নাম ছিল যয়নব বিনতে সাহল, যার গর্ভে তার (রা.) তিন সন্তান- সা'দ বিন যায়েদ, উমামাহ্

এবং উম্মে কুলসুম-এর জন্ম হয়। তার পুত্র সা'দ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইরাকে চলে গিয়েছিলেন। আর সেখানে আকারকূফ নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। আকারকূফ ইরাকের বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০, যায়েদ বিন ওয়াদী'আহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫, যেরে লফয আকারকূফ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত রিব'য়ী বিন রাফে' আনসারী (রা.)। তার দাদার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম ছিল হারেস, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম ছিল যায়েদ। হযরত রিব'য়ী বিন রাফে' (রা.) বনু আজলান গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭, রিব'য়ী বিন ওয়াদী'আহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫২, রিব'য়ী বিন ওয়াদী'আহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম, হযরত যায়েদ বিন মুযায়েন (রা.)। তার পিতার নাম ছিল মুযায়েন বিন কায়েস। হযরত যায়েদ (রা.)'র নাম ইয়াযীদ বিন আল্ মুযায়েনও বর্ণিত হয়েছে। তিনি খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত যায়েদ (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত মিসতাহ্ বিন উসাসাহ্ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। তার সন্তানদের মাঝে ছিলেন পুত্র আমর এবং কন্যা রামলাহ্।

{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫, যায়েদ বিন মুযায়েন (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, যায়েদ বিন মুযায়েন (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম, হযরত ইয়ায বিন যুহায়ের (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু সা'দ। হযরত ইয়ায (রা.)'র মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে আমের। তিনি ফেহ্র গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি (রা.) ইথিওপিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে এসে মদীনায় হিজরত করেন এবং হযরত কুলসুম বিন আল্ হিদম (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি ৩০ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তার মৃত্যু হয়েছে সিরিয়ায়।

{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮-৩১৯, ইয়ায বিন যুহায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১১, ইয়ায বিন যুহায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত রিফা'আহ্ বিন আমর আনসারী (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু ওয়ালীদ। তিনি বনু অওফ বিন খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে রিফা'আহ্। তিনি ৭০জন আনসার সাহাবীর সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০-৪১১, রিফা'আহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত যিয়াদ বিন আমর (রা.)। হযরত যিয়াদকে ইবনে বিশরও বলা হত। তিনি (রা.) আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত যামরাহ্ (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বনু সা'য়েদা বিন কা'ব গোত্রের সদস্য ছিলেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বনু সা'য়েদা বিন কা'ব বিন আল খাযরাজ এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন।

{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, যিয়াদ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত} {আল্ ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৩, যিয়াদ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত সালেম বিন উমায়ের বিন সাবেত (রা.)। হযরত সালেম (রা.) আনসারদের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সালেম (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, সালেম বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

তাবূকের যুদ্ধের সময় যেসব দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন আর বাহন না থাকার কারণে ক্রন্দনরত ছিলেন, হযরত সালেম (রা.)ও সেই সাহাবীদের একজন ছিলেন। এই সাতজন দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন, তখন তিনি (সা.) তাবূকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন। এই সাহাবীরা নিবেদন করেন, আমাদেরকে বাহন দিন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদেরকে আরোহণ করানোর মত কোন বাহন আমার কাছে নেই। তারা ফিরে যান আর খরচ করার মতো কিছু না থাকার দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এই আয়াত- وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (সূরা আত্ তওবা: ৯২) অর্থাৎ আর তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা সে সময় তোমার কাছে এসেছে যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, যেন তুমি তাদেরকে কোন বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি তাদেরকে উত্তর দিয়েছ, আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি। এই উত্তর শুনে তারা ফিরে যায়। আর এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, পরিতাপ! তাদের কাছে খোদার পথে ব্যয় করার মতো কিছুই নেই। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মাঝে সালেম বিন উমায়ের (রা.) এবং সা'লাবাহ্ বিন যায়েদ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৬, সালেম বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, সালেম বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা তওবার এই আয়াত, অর্থাৎ যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا। এর তফসীরে তিনি বলেন,

"এই আয়াতটি আরোপ হওয়ার দিক থেকে যদিও সাধারণ, কিন্তু যে সাতজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা সাতজন দরিদ্র মুসলমান ছিলেন, যারা জিহাদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করার সাধ্য তাদের ছিল না। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, দুঃখিত, আমি কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। তারা তখন খুবই কষ্ট পান। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে আর তারা ফিরে যায়।" তিনি (রা.) বলেন, "তাদের ফিরে যাওয়ার পর (বর্ণনায় রয়েছে) হযরত উসমান (রা.) তিনটি আর অন্যান্য মুসলমানরা চারটি উট দান করেন। মহানবী (সা.) তাদের প্রত্যেককে একটি করে উট প্রদান করেন।" হযরত

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যেন সেসব দরিদ্র মুসলমানের নিষ্ঠার তুলনা তাদের সাথে করে দেখানো হয় যারা সম্পদশালী ছিল আর সফরে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে বাহনও ছিল, কিন্তু তারা মিথ্যা অজুহাত সন্ধান করছিল।" (অর্থাৎ কিছু লোক এমন ছিল যারা বাহানা খুঁজছিল এবং যায় নি। কিন্তু তারা দরিদ্র হলেও যুদ্ধের জন্য তাদের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল)। এরপর তিনি (রা.) আরো বলেন, "এছাড়া এই আয়াত থেকে এটিও জানা যায়, মদীনায় যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের সবাই মুনাফিক ছিল না, বরং তাদের মাঝে নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিল। কিন্তু তারা এজন্য যেতে পারে নি কেননা, তাদের কাছে সফরের সামর্থ্য ছিল না।" **{দরূসে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) (অপ্রকাশিত) সূরা আত্ তওবার ৯২ নম্বর আয়াতের অধীনস্ত তফসীর}**

এর তফসীর করতে গিয়ে তিনি (রা.) আরো বলেন, "তাদের নেতা ছিল আবু মূসা (রা.)। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে কী চেয়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা উট চাই নি, আমরা ঘোড়াও চাই নি, আমরা শুধু এ কথা বলেছিলাম, আমাদের পা খালি।" অর্থাৎ পায়ে জুতাও ছিল না। "আর পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘ পথ সফর করা সম্ভব নয়।" অর্থাৎ পায়ে ক্ষত হলে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। "আমাদের এক জোড়া করে জুতা দেয়া হলে আমরা সেই জুতা পায়ে দিয়েই দৌঁড়ে নিজ ভাইদের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যাব।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০শ তম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১)**

এই ছিল তাদের দারিদ্রতা ও আবেগের চিত্র। হযরত সালেম বিন উমায়ের (রা.) হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)'র যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭, সালেম বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত সুরাকাহ্ বিন কা'ব (রা.)। হযরত সুরাকাহ্ (রা.) বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল উমায়রাহ্ বিনতে নু'মান। হযরত সুরাকাহ্ (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সুরাকাহ্ বিন কা'ব (রা.) হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)'র যুগে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কালবী'র বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুরাকাহ্ (রা.) ইয়ামামা'র যুদ্ধে শহীদ হন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, সুরাকা বিন কা'ব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১২, সুরাকা বিন কা'ব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হল, হযরত সায়েব বিন মাযঊন (রা.)। তিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)'র আপন সহোদর ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী প্রাথমিক মুহাজিরদের একজন ছিলেন। হযরত সায়েব (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯, সায়েব বিন মাযঊন (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

মহানবী (সা.) যখন বুয়াত-এর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন তখন কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয (লা.)-কে, আবার কারো কারো মতে হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.)-কে তাঁর (সা.) অনুপস্থিতিতে আমীর নিযুক্ত করেন। একটি বর্ণনায় হযরত সায়েব বিন মাযঊন (রা.)'র নামও পাওয়া যায়। **(আস্ সীরাতুল হালবিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪, বাবু যিকরি মুগাযীহ্, গাযওয়াহ্ বুয়াত, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত সায়েব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ব্যবসা করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সুনান আবী দাঊদ-এ বর্ণিত হয়েছে, হযরত সায়েব (রা.) বলেন, আমি মহানবী

(সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে সাহাবীরা তাঁর সামনে আমার উল্লেখ এবং প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি চিনি। আমি নিবেদন করি, صَدَقْتَ بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِّیْ - کُنْتَ شَرِیْکِیْ فَنِعْمَ الشَرِیْکُ- کُنْتَ لَا تُدَارِیْ وَلَا تُمَارِیْ । অর্থাৎ আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আপনি)সা.) ব্যবসার সময় আমার সাথে ছিলেন আর কতই না উত্তম অংশীদার ছিলেন! আপনি (সা.) কোন বিরোধিতাও করতেন না আর বিবাদও করতেন না। **(সুনানে আবী দাঊদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফী কারাহিয়্যাতিল মারআ, হাদীস নং: ৪৮৩৬)**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এই ঘটনাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, "মক্কা থেকে বাণিজ্য কাফেলা বিভিন্ন অঞ্চলে যেতো, যেমন- দক্ষিণে ইয়েমেন এবং উত্তরে সিরিয়ায়। অর্থাৎ রীতিমত বাণিজ্যের ধারা চালু ছিল। এছাড়া বাহরাইন ইত্যাদি অঞ্চলেও বাণিজ্য করা হতো। মহানবী (সা.) প্রায় এই সবক'টি দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। আর প্রত্যেক বার পরম সততা, বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ ও দক্ষতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। মক্কায়ও যাদের সাথে তাঁর লেনদেন হয়েছে তারা সবাই তাঁর (সা.) প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। অতএব সায়েব নামের একজন সাহাবী ছিলেন, (যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে); তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর সামনে তার প্রশংসা করে।" মহানবী (সা.) বলেন, "আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি চিনি।" সায়েব (রা.) বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সঠিক বলেছেন। আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎস্বর্গীকৃত। আপনি একবার বাণিজ্যের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন আর আপনি সর্বদা সমস্ত লেনদেন পরিষ্কার রেখেছেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১০৬)**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত আসেম বিন কায়েস (রা.)। হযরত আসেম বিন কায়েস (রা.) আনসারদের বনু সা'লাবাহ্ বিন আমর গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। **{উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১২-১১৩, আসেম বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত তোফায়েল বিন মালেক বিন খানসা (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু উবায়েদ বিন আদী শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা.)'র মায়ের নাম ছিল আসমা বিনতে আল্‌কায়েন। হযরত তোফায়েল (রা.) আকাবার বয়আত এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইদাম বিনতে কুরত-এর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যার গর্ভ থেকে তার দু'পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং রাবী' জন্মগ্রহণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩০-৪৩১, তোফায়েল বিন মালেক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯, তোফায়েল বিন মালেক খানসা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হল, হযরত তোফায়েল বিন নোমান (রা.)। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মা ছিলেন খানসা বিনতে রিয়াব, যিনি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র ফুপি ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা.)'র এক কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল রুবাইয়্যে'। তিনি আকাবার বয়আত এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত তোফায়েল (রা.) উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন, আর সেদিন তিনি তেরটি আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত তোফায়েল বিন নু'মান (রা.) খন্দকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন আর এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। ওয়াহশী বিন হার্‌ব

তাকে শহীদ করেছিল। পরবর্তীতে ওয়াহশী মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। ওয়াহশী বলতো, আল্লাহ্ তা'লা হযরত হামযা (রা.)-কে এবং হযরত তোফায়েল বিন নু'মান (রা.)-কে আমার হাতে সম্মানিত করেছেন কিন্তু আমাকে তাদের হাতে লাঞ্ছিত করেন নি। অর্থাৎ আমি অবিশ্বাসী অবস্থায় নিহত হই নি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩১-৪৩১, তোফায়েল বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯-৮০, তোফায়েল বিন মালেক (রা.), তোফায়েল বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত যাহ্হাক বিন আবদে আমর (রা.)। তিনি বনু দিনার বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আবদে আমর আর তার মায়ের নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস। তিনি এবং তার ভাই হযরত নু'মান বিন আবদে আমর (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত নু'মান (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার তৃতীয় ভাই কুত্বাহ্ বিন আবদে আমর (রা.) বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শহীদ হয়েছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪, যাহ্হাক বিন আবদে আমর (রা.), নু'মান বিন আবদে আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত যাহ্হাক বিন হারেসাহ্ (রা.)। হযরত যাহ্হাক (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল হারেসাহ্ এবং মায়ের নাম ছিল হিনদ বিনতে মালেক। হযরত যাহ্হাক (রা.) সত্তরজন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল ইয়াযীদ, যিনি তার স্ত্রী উমামাহ্ বিনতে মুহার্‌রেস-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩, যাহ্হাক বিন হারেসাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬, যাহ্হাক বিন হারেসাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত খাল্লাদ বিন সুয়ায়েদ আনসারী (রা.)। হযরত খাল্লাদ (রা.) খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল আমরাহ্ বিনতে সা'দ। তার এক পুত্র হযরত সায়েব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেন আর পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) তাকে ইয়ামেন-এর গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল হাকাম বিন খাল্লাদ। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতে উবাদাহ্। হযরত খাল্লাদ (রা.) আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়যাহ্'র যুদ্ধে বুনানাহ্ নামের এক ইহুদী মহিলা তাকে লক্ষ্য করে ওপর থেকে ভারী পাথর ফেলে, যার ফলে মাথা ফেটে যায় আর তিনি শহীদ হন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, খাল্লাদের জন্য দু'জন শহীদের সমান প্রতিদান রয়েছে। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেই মহিলাকেও শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১-৪০২, খাল্লাদ বিন সুয়ায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, "কতিপয় মুসলমান সেই দুর্গের দেয়ালের কাছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসেছিলেন। বুনানাহ্ নামের এক ইহুদী মহিলা দুর্গের ওপর থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে একটি ভারী পাথর ফেলে তাদের মাঝ থেকে খাল্লাদ নামের একজনকে শহীদ করে, কিন্তু বাকি মুসলমানরা প্রাণে রক্ষা পায়।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫৯৮}**

আরো বর্ণিত হয়েছে, হযরত খাল্লাদ (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে জানতে পেরে তার মা হিজাব পরিধান করে আসেন। তাকে বলা হয়, খাল্লাদকে শহীদ করা হয়েছে আর আপনি হিজাব পরে এসেছেন! তখন তিনি বলেন, খাল্লাদ তো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আমার লজ্জাবোধকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিব না। অর্থাৎ হিজাব ছাড়া আসার যে রীতি ছিল (আমি) তদ্রুপ করব না আর হিজাব লজ্জাবোধের পরিচয় তা পালন করা হবে।

হযরত খাল্লাদ (রা.)'র শাহাদত সংক্রান্ত এই বিবরণ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাল্লাদ (রা.) শহীদ হলে মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দু'জন শহীদের প্রতিদান রয়েছে, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত কথাটি হল, যখন জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এমনটি কেন? অর্থাৎ দু'জন শহীদের প্রতিদান কেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, কারণ হল, তাকে একজন আহলে কিতাব শহীদ করেছে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২, খাল্লাদ বিন সুয়ায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত অওস বিন খওলী আনসারী (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু লায়লা। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন গানাম বিন অওফ শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল জামীলাহ্ বিনতে উবাই, যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল-এর বোন ছিলেন। তার এক কন্যা ছিল, যার নাম ছিল ফুসহুম। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত সুজা' বিন ওয়াহাব আল্ আসাদী (রা.)'র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত অওস বিন খওলী (রা.)-কে 'কামেলীন'দের মাঝে গণ্য করা হত। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই ব্যক্তিকে 'কামেল' বলা হত যে আরবী লিখতে পারে, দক্ষ তিরন্দাজ এবং সাতারু। ভালোভাবে সাতার কাটতে জানে। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয়ে পারদর্শীকে 'কামেল' বলা হত। হযরত অওস বিন খওলী (রা.)'র মাঝে এর সবই বিদ্যমান ছিল। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০, অওস বিন খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৯-৪১০, অওস বিন খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত নাজিয়াহ্ বিন আ'জম (রা.) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সময় যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পানি স্বল্পতার অভিযোগ করা হয় তখন তিনি আমাকে ডাকেন এবং নিজের তূণ থেকে একটি তির বের করে আমাকে দেন। এরপর তিনি একটি বালতিতে করে কূপের পানি নিয়ে আসতে বলেন। আমি তা নিয়ে আসি। তিনি (সা.) ওযু করেন এবং কুলি করে বালতিতে ফেলেন। মানুষ তখন তীব্র দাবদাহে ভুগছিল। মুসলমানদের কাছে একটি মাত্র্ প কূপ ছিল, কেননা মুশরিকরা বালদাহ্ নামক স্থানে দ্রুত পৌঁছে পানির উৎসগুলো দখল করে নিয়েছিল। এরপর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, এই বালতির পানি সেই কূপে ঢেলে দাও, যার পানি শুকিয়ে গেছে এবং সেই পানিতে তির গেঁথে দাও। অতএব আমি তা-ই করি। সেই সত্তার কসম যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে এসেছি। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে মাটি ফেটে পানি বের হতে থাকে। পানি আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল আর এমনভাবে পানি ফুটছিল যেভাবে হাঁড়িতে গরম পানি ফুটতে থাকে। এমনকি পানি ওপরে উঠে আসে এবং কূপ কানায় কানায় ভরে যায়। মানুষ কূপের কিনারা থেকে পানি ভরতে থাকে, এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তিও পিপাসা নিবারণ করে।

সেদিন মুনাফিকদের একটি দলও সেই পানির কাছে ছিল, যাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও ছিল। সে হযরত অওস বিন খওলী (রা.)'র মামা হত। হযরত অওস বিন খওলী (রা.) তাকে বলেন, হে আবুল হুবাব! তোমার ওপর ধ্বংস নেমে আসুক, অন্তত এখন তো এই নিদর্শনকে মেনে নাও যার সাক্ষী তুমি নিজেও। (অর্থাৎ), মহানবী (সা.)-এর সত্যতাকে গ্রহণ কর। এরপরও না মানার আর কোন সুযোগ আছে কি?। তখন সে উত্তর দেয়, এমন বহু জিনিস আমি দেখেছি। তখন হযরত অওস বিন খওলী (রা.) তাকে বলেন, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন আর তোমার মতামতকে ভুল প্রমাণিত করুন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই মহানবী (সা.)-এর কাছে এলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবুল হুবাব! আজ তুমি যা দেখেছ এমন জিনিস এর পূর্বে তুমি আর কখন দেখেছিলে? অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কানেও এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাকে তা জিজ্ঞেস করেন। সে উত্তরে বলে, আমি পূর্বে কখনো এমন জিনিস দেখি নি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তুমি এ কথা কেন বললে? অর্থাৎ যা সে নিজের ভাগিনাকে বলেছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই তখন বলে, আসতাগফিরুল্লাহ্। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই– এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। অতএব মহানবী (সা.) তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। **(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১, ফি গাযওয়াতিল হুদাইবিয়াহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত) (ইমতাউল আসমা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪, বাব মাকালাতুল মুনাফেকীন ফি দালিলিন নবুয়্যাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন উমরা করার জন্য মক্কায় যাওয়ার সংকল্প করেন তখন তিনি অওস বিন খওলী (রা.) এবং আবু রাফে' (রা.)-কে হযরত আব্বাস (রা.)'র কাছে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তাঁর (সা.) সাথে হযরত মায়মুনা (রা.)'র বিয়ে দেন। পথিমধ্যে তাদের উভয়ের উট হারিয়ে যায়। তারা কিছুদিন 'বাতনে রাবেগ' অর্থাৎ 'রাবেগ' যা 'জুহ্ফা' থেকে দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত সেখানে অবস্থান করেন। এমনকি মহানবী (সা.) সেখানে আগমন করেন। এরপর তারা উভয়ে তাদের উট খুঁজে পান। অতঃপর তারা মহানবী (সা.)-এর সাথেই মক্কায় যান। তিনি (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)'র কাছে প্রস্তাব পাঠান। হযরত মায়মুনা (রা.) নিজের বিষয় হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)'র কাছে যান এবং হযরত আব্বাস মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত মায়মুনা (রা.)'র বিয়ে দেন। **{শরাহ্ আল্লামা যুরকানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৩, মায়মুনা উম্মুল মু'মিনীন (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২, রাবেগ শব্দের অধীনে, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত অওস বিন খওলী (রা.) হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.)-কে বলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর সেবায় অংশীদার করে নিন। অতএব হযরত আলী (রা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন।

অপর এক বর্ণনায় এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন তাঁকে গোসল করানোর সময় আসে, তখন আনসাররা এগিয়ে আসেন এবং বলেন, আল্লাহ্ আল্লাহ্!, আমরা তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নানা বাড়ির লোক, তাই আমাদের মধ্য থেকেও কারো তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা উচিত। {অর্থাৎ আনসাররা মহানবী (সা.)-এর নানা বাড়ির লোক)। আনসারদের বলা হয়, তোমরা নিজেদের মাঝ থেকে কোন

এক ব্যক্তিকে নির্বাচন কর। তখন তারা হযরত অওস বিন খওলী (রা.)-কে নির্বাচিত করে। তিনি ভেতরে আসেন আর মহানবী (সা.)-এর গোসল এবং দাফন-কাফনে অংশ নেন। {অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর গোসল এবং দাফন-কাফনের কাজে অংশ নেন}। হযরত অওস (রা.) সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি পানির বালতি নিজ হাতে বহন করে আনতেন আর এভাবে (গোসলের জন্য) পানি সরবরাহ করতে থাকেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০, অওস বিন খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, অওস বিন খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.), হযরত ফযল বিন আব্বাস (রা.), তার ভাই কুছাম মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শুকরান এবং হযরত অওস বিন খওলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর কবরে নেমেছিলেন। **{সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, বাব যিকরু ওফাতিহী ওয়া দাফনিহী (সা.), হাদীস নংঃ ১৬২৮}** অর্থাৎ কবরে লাশ সমাহিত জন্য।

হযরত অওস বিন খওলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) বলেন, হে অওস (রা.)! **যে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে লাঞ্ছিত করেন।** **(মা'রেফাতুস্ সাহাবা লে আবী নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯, মান ইসমুহু অওস, হাদীস নংঃ ৯৭৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে মদীনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১, অওস বিন খওলী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

আল্লাহ্ এসব বুযূর্গ সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন, (আমীন)।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)